লজ্জা যে দেশে গৌরব

অসিত রায়

সুপ্রিয় পাঠক। বাংলাদেশে বর্তমানে চলছে ভালো ও মন্দের নাটক। অর্থাৎ কে ভালো কে মন্দ। আমরা বাংলাদেশীরা সত্যিই কি চাই দেশের উন্নতি ? আমরা কি আমাদের মনকে প্রশ্ন করি, একটু খোঁজ নিয়ে দেখার চেষ্টা করি ওখানে সত্যি কি কোনো ভালোবাসা আছে দেশের জন্য ? না কি রাজনৈতিক আলোকে বিচার করে আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসি। এখানে একটু বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। রাজনীতির সাথে যুক্ত শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত বা মূর্খ সকলেই একই প্লাটফরমে আছেন। অরাজনৈতিক ভাবে যারা দেশকে নিয়ে ভাবেন তাদেরকে একই ছকে ফেলা যায় না।

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে যারা দেশকে নিয়ে ভাবেন তারা সংখ্যায় কম হলেও গলার আওয়াজ এত বেশী যে মনে হয় গোটা দেশে আর কোনো মানুষ নেই। এরা কথা বলে বেশী। বেশীর ভাগ সময় অপ্রয়োজনীয় কথা বলে। যেটুকু বলে তাতে মিথ্যা ও আক্রমনাত্বক কথার পরিমান এত বেশী তাদের উপর বিশ্বাস রাখা যায় না। কথা কি কথা ! একবার শুরু হলে আর থামার নাম নেই। অনুরোধ করে থামাতে হয়। তাকিয়ে দেখুন যখনই যাকে অনুরোধ করা যায় কিছু বলতে বিশেষ করে এই ক্রান্তি লগ্নে-- আমরা কি পাই? ব্যাক্তিস্বার্থ, রাজনৈতিকস্বার্থ, রাষ্ট্রীয় স্বার্থের উর্ধে।

এই কি আমাদের পাওয়া ? একাত্তর সনের পর থেকে আমাদের জাতীয় ঐক্য পাতালমুখী। আমাদের তেমন ভাবায় না। আমরা কি চাই আমরা জানি না। কেন বিধ্বংসী চিন্তা আমাদের গ্রাস করে ফেলেছে ?সমাজের শিক্ষক যারা তারা আমদের স্মরণ করে দেয় না। সমাজের শিক্ষক বলতে আমি তাদেরকে আলোকিত করতে চাই যারা কলম ধরেন ও কল্পলোকে বিহার করতে পারেন। যারা অগ্রীম দেখতে পারেন ভবিষ্যত। সেই বরেণ্য চিন্তাবিদরা আজ আর বরেণ্য নন, তাদের অনেকে জঘণ্য হয়ে আছেন যথারীতি আর আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যাতে তাদের মনঃষ্কাম পূর্ণ হয়। উদ্দেশ্য একটাই। যদি কখনও সুযোগ আসে অর্থাৎ দল যদি কখনও ক্ষমতায় যায় তবে মনের ইচ্ছেমত ঐ সমস্ত চাটুকাররা পদলেহন করবেন। বর্তমান রাজনীতিতে সন্ত্রাসী, লেখক, আইনজীবি, ডাক্তার, প্রকৌশলীসহ যত পেশার মানুষ নিয়োজিত আছেন কারো সাথে কারোর উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। একজন আইনজীবি যদি অন্যায় করে, ক্ষমতায় গিয়ে ইচ্ছে মত চুরি করে--একজন লেখক যদি নীতিচ্যুত হয়ে সত্য কথা তুলে ধরতে অনীহা প্রকাশ করে--তা হলে সন্ত্রাসীদের সাথে কোন বিশেষগুণে আলাদা করে দেখবেন। আরেকটু পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন। রাজনীতির সাথে ক'জন মানুষকে আপনি দেখেছেন রাজনীতি করতে গিয়ে সর্বশান্ত হয়েছেন ? বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ষন্ডের মত ফুলে উঠতে। সুতরাং রাজনীতি একটি লাভজনক ব্যবসা। তার সাথে আছে মর্যাদা। লেখাটির শিরোনামে ই বলেছি '' লজ্জা যে দেশে গৌরব''। এত চুরি--চামারি করেও যে দেশে গৌরব অর্জন করা যায় সে দেশে লজ্জা বলতে আদৌ কি কিছু আছে ?

দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে একদল বলছে আমরা ভালো রাজনীতি করি, প্রগতির কথা বলি, সাম্যের কথা বলি অর্থাৎ ওরা নিজেদের সার্টিফিকেটে নিজেরা উন্নত। ওদের বিরোধীদল যারা আছে তাদের জন্যই আজ দেশের এই অবস্থা। বিরোধী দলের বক্তব্য কি। একই সূত্র ধরে বিরোধী দল বলছে যারা প্রগতির কথা বলে দাবী করে তারাই দেশকে ক্রমশঃ নিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের দিকে। তা হলে প্রকৃত সত্য কথা কে বলছে ? সত্য কথা বলা এত সহজ নয়। পূর্বেই বলেছি রাজনীতি করে ষন্ডের মত ফুলে ওঠা যায়-- সুতরাং সত্যপ্রেম না জেগে ওঠাই স্বাভাবিক। যে দেশে একজন স্মাগলার সংসদ সদস্য হতে পারে , বেশ্যার দালাল বড় নেতা হতে পারে, ঋণখেলাপী হতে পারে একজন মন্ত্রী সে দেশে সত্য পাওয়া যাবে কোথায়? সত্যবাদীকে মনে হবে সবচেয়ে মিথ্যাবাদী। কারন মিথ্যা এত জোর করে ধরে আছে দেশের সর্বদিক অন্য কিছু ভাবাই যায় না।

একটি বিষয় পরিষ্কার যে প্রতিটি রাজনৈতিক দলই গর্ব ভরে বলতে পারবে তাদের দলে বিশেষ যোগ্যতাসমপন্ন দিনের ডাকাত আছে। অবশ্যই তা গর্বের বিষয়। দলের মাথাওয়ালাদের যখন পাওয়া যায় দুর্নীতিতে সিদ্ধহস্ত তখন অস্বীকার করার উপায় নেই, জরুরী আইন শিথিল হয়ে গেলে হয়ত একদিন শোনা যাবে চায়ের আসরে বসে রাজনৈতিক মাথাওয়ালারা হাসিতে মেতে ওঠবে, কার দলে কত নিখুঁত ডাকাতি হয় এবং কি ভাবে হয়। হাসির ছলে হয়ত বা পুরষ্কার বিতরণী হতে পারে । ওরা যে একে অপরের আত্মীয়। আমি নিশ্চিত তখনও পা চাটা লেখকদের অভাব হবে না। গুণকীর্ত্তন করতে নতুন স্টাইলে লেখা হবে, নতুন বিশেষণ খুঁজতে কিনবে অভিধানের নতুন সংস্করণ।

বর্তমান তত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে সাবেক ক্ষমতাসীন দলগুলো যেন হঠাৎ করে খুব বেশী ন্যায়-অন্যায় শিখে ফেলেছে। ভাবখানা এমন যে তারা যখন ক্ষমতায় বা ক্ষমতার বাহিরে ছিল তখন সবকিছুই সংঘটিত হয়েছে আইনের মধ্য দিয়ে। বেআইনী কোনো কিছু এ দেশের মাটিতে ঘটেনি। বর্তমান ততবাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই বাংলার মানুষ জানতে পারল এ দেশ সব সম্ভবের দেশ। রাজা চোর রাণী চোর রাজপুত্র - রাজকণ্যা মন্ত্রীদের বেশীরভাগই চোর। আজ যারা কারাগারে আছেন তাদের কাউকে ফুল দিয়ে স্পর্শ করার ক্ষমতা কোনো নির্বাচিত সরকারের ছিল না। তত্বাবধায়ক সরকার এদেশের ই মানুষ। এরা ভুল করতে পারে। যথেষ্ট সময় দিতে হবে। বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার জন্য সকল দলই কম বেশী দায়ী। গোটা দেশেই অনিয়মের শক্ত অবস্থান। তার কারন--- প্রতিটি দলই চায় দেশ জাহান্নম হোক, মানুষ মরবে না বাঁচবে বড় কথা নয়, আমাদের দল যেন ক্ষমতায় যায়। স্বাধীনতার ছত্রিশ বছর পর এ দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে রাজনীতিকের সংখ্যা বাড়েনি, বেড়েছে অমানুষের সংখ্যা, চোর ডাকাতের সংখ্যা , দলীয় পোষা লেখকদের সংখ্যা। পাঠকদের নিস্চয়ই মনে আছে খালেদা জিয়ার জীবনী লেখার জন্য পঙ্গপালের মত লেখকরা ছুটে এসেছিল তেমনি শেখ হাসিনা থুথু ফেললে যতগুলো মাছি আসবে না তার চেয়ে বেশী আসবে লেখকরা (উদাহরণটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী)।

আসল সমস্যাটি কেউ মুখে বলছে না। তত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেশে হরতাল নেই, কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি নেই, মাইক্রোফোনের ব্যবহার নেই , গলার উপর চাপ নেই, মিথ্যা প্র্যাকটিস করার সুযোগ নেই, সংখ্যালঘু নির্যাতনের আনন্দ নেই-- মোদ্দা কথা হলো রাজনৈতিক অঙ্গনে মারাত্মক বেকারত্ব। নিয়মকে অনিয়ম করতে যারা দক্ষ তারা এই পরিবেশে ভালো থাকতে পারে না। এর মধ্যে দু চারজন আবার স্মরণ করে দেয় --গণতন্ত্র ছাড়া বিকল্প নেই। আব্রাহাম লিংকনের গনতন্ত্রে অরাজকতার স্থান নেই। ওখানে আছে আইনের কথা, নীতির কথা, যোগ্যতার কথা। গনতন্ত্র এই দেশে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করতে পারেনি। কোনোদিন পারবে ও না। যতদিন পর্যন্ত আইন মুক্ত বিহঙ্গের মত চলাফেরা করতে পারবে না । রাজনৈতিক দলগুলো এমন একটি গনতন্ত্র চায় যাতে করে একটি নামমাত্র পার্লামেন্ট চলবে কিন্তু আখের গোছানোতে কোনো বাধা আসবে না।

আইনের উপর দেশবাসীর পূর্ণ আস্থা স্থাপিত হোক। বাস্তবভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হোক দেশে। কে ভালো কে মন্দ ---তা বলে দেবে সময়। সাধারন মানুষ এখনও জানতে পারেনি দেশে কি হচ্ছে। আইন যদি সকল কিছুর উর্ধে অবস্থান নেয় তবেই সাধারন মানুষ হবে সকল ক্ষমতার উৎস। রাজনৈতিক অঙ্গনে দেখা যাবে মানুষের বিচরন। ধীরে ধীরে লুপ্ত হবে নিম্নবর্ণীয় ম্লেচ্ছ লেখকের দল।

12 08 2007 Liverpool Sydney

banglaaussie@yahoo.com.au